R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
প্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ. ১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৯ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ২৬শে আগষ্ট, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০, টাকা

সম্বৎসর জলবন্দী হয়ে গ্রামবাসীরা দিন কাটাচ্ছেন, সাম্প্রতিক বর্ষণে অবস্থা আরো ভয়াবহ

ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে সুতী ১নং ব্লকের হারোয়া, বংশবাটী, বহুতালী ও আহিরণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বারোমাসই জলে ভাসা অবস্থায় থাকে। ফিডার ক্যানেলের দৌলতে মঙ্গলজন থেকে হারোয়া পর্যন্ত বিশাল এক বিলের সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে কয়েক হাজার বিঘা চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে বহু সম্পন্ন পরিবারকে নিঃস্ব করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বহু আবেদন নিবেদনেও সরকারের টনক নড়েনি। অন্যদিকে হারোয়া, বংশবাটী, বহুতালী প্রভৃতি গ্রামের মানুষের সড়ক পথে মহকুমা শহরে যাতায়াতের একমাত্র যোগাযোগ কানুপুর—বহুতালী রোড। মাত্র ১৯ কিমি দীর্ঘ এই পথটি তৈরীর অনুমোদন মেলে ১৯৬২ সালে। ২ কিমি পথ পাকাও করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোন কাজ না হওয়ায় দীর্ঘ ২৫ বছরে ২ কিমি পথটুকুও ভেঙে-চুরে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গত বছর ঐ ভাঙ্গা রাস্তাটুকু সংস্কারের জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়, কাজও শুরু হয়। কিন্তু কয়েকদিন কাজ চলার পর রহস্যজনকভাবে সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে এই বিলের জল পথে। বেশ কয়েক বছর আগে এই বিলেই তক্ষক গ্রামের কাছে এক ভয়াবহ নৌকাডুবিতে প্রায় ৩০-৪০ জনের মৃত্যু হয়। সেই নৌকাডুবির স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও মানুষকে বাধ্য হয়ে ব্যবহার করতে হচ্ছে এই জলপথ। সামান্য বৃষ্টি হলেই বদ্ধ জল (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রধানের বিরুদ্ধে প্রকাশিত দুর্নীতির তদন্ত করছেন জেলা সমাহর্তা

জঙ্গিপুর: কাশিয়াডাঙ্গার ব্যাঙ্ক অফ বরোদা লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের প্রধানের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত দুর্নীতির তদন্ত দাবী করে আই, আর, ডি, পি প্রকল্পের ঋণ দান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। গত ১৫ জুলাই জঙ্গিপুর সংবাদে উক্ত প্রধানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি, সরকারী টাকাকড়ির কারচুপী ও ব্যাঙ্কের তৎকালীন ম্যানেজারের সঙ্গে আঁতাত করে টাকা নিয়ে ঋণ দেওয়ার অভিযোগ প্রকাশিত হয়। ঐ ঘটনায় বি ডি ও সেলিম পটুয়া ও ই, ও, পি মনজুর হোসেন প্রধানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন বলেও অভিযোগ তোলা হয়। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার বর্তমান ম্যানেজার সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানান, ঐ অভিযোগের কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় ব্যাঙ্কের সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রধানের সুপারিশ মত ঋণ দান সংক্রান্ত কোন কাজই করবেন না বলে জানান। তার ফলে প্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের তরফে গত ২০ আগষ্ট মহকুমা শাসকের খাসকামরায় জেলা শাসকের উপস্থিতিতে তাঁকে ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত জানানো হলে তিনি জঙ্গিপুর সংবাদের উক্ত সংবাদ পড়ে দেখেন। এদিকে গত ১৯ আগষ্ট জেলা পঞ্চায়েত অফিসারও ঐ সংবাদের ভিত্তিতে গোপন (৩য় পৃষ্ঠায়)

২৪ আগষ্টের সভায় প্রমাণিত হলো দিলীপ সাহা বামজোটে

নিজস্ব সংবাদদাতা: বর্তমান পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে গত ২৪ আগষ্ট পুরসভার কমিশনারদের এক জরুরী সভা ডাকেন। ঐ সভা কংগ্রেস পক্ষের সাতজন কমিশনার বয়কট করেন। তাঁদের বক্তব্য দিলীপ সাহা আইন মাফিক নির্বাচিত পুরপতি। অতএব পরমেশ পাণ্ডের ডাকা সভা তাঁরা বে-আইনী ও নিয়মবহির্ভূত বলে মনে করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে দিলীপ সাহাকে নিয়ে কংগ্রেস পক্ষের এতো মাতামাতি, তিনি এই সভায় উপস্থিত থেকে বামজোটকে তাঁর সমর্থন জানান। এর পূর্বে গত ২০ আগষ্ট জনগণের উদ্দেশ্যে এক ছাপা বিবৃতি মারফৎ দিলীপ সাহা জানান, কংগ্রেস পক্ষের চাপে তাঁদের কথামত চেয়ারম্যান হিসাবে বামজোটের বিরোধীতা করতে তিনি বাধ্য হন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বন্যার কবলে ধুলিয়ান

ধুলিয়ান: গঙ্গার জল বিপদ সীমার নীচে থাকলেও প্রবল বর্ষণের ফলে ধুলিয়ান পুরসভার অধিকাংশ ওয়ার্ডই জলমগ্ন। এর মধ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত ৪, ৬, ১২, ১৪ নং ওয়ার্ড। অনেক বাড়ী পড়ে গেছে। দুর্গত পুরবাসীদের স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। গরু হাট, থানার সামনের মাঠ, অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারিধার জলমগ্ন। থানার মধ্যেও জল ঢুকে গেছে। বারান্দায় টেবিল রেখে ওয়্যারলেসের যাবতীয় কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে। ব্যাপক বন্যায় আসামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিড়ি কারখানাগুলো উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে লক্ষ লক্ষ বিড়ি কারীগর অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা এখনও হয়নি।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই ভাদ্র, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

মানুষ চেনা দায়

আজকাল মানুষ চেনা বড় দায়। যাহাদের নরোত্তম মনে করিয়া আমরা বিধায়ক কিংবা লোক সভার সদস্য নির্বাচিত করি তাহাদিগের মধ্যেও কিছুদিনের মধ্যে নানা গলদের উৎস দেখিতে পাইয়া লজ্জিত হই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি আর নয়, ভবিষ্যতে সাবধান হইব। যাহাদের অঞ্চল পঞ্চায়েতে নির্বাচিত করিয়া গ্রামের উন্নয়নের বা সমাজ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখি তাহাদের স্বার্থপরতা দেখিয়া কিছুদিনের মধ্যেই হতাশ হই। আমাদের এই পুর শহরের পরিচালন ভার যাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহাদের আচার আচরণে বালখিল্যতা দেখিয়া অধোবদন হইতে হইল। সে কারণে পুরাতন চলিত বাক্যটি বার বার মনে পড়ে—মানুষ চেনা দায়। এই প্রসঙ্গে দাদাঠাকুর ১৩৩৪ সনে জঙ্গিপুর সংবাদ-এ 'আত্মদর্শন' প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন —সবাই মনে মুখে বিভিন্ন ভাবাপন্ন। নিজের মন আর মুখের পার্থক্য অনুভব করিয়া কখন কেহ লজ্জিত হয় কি? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের দ্বি-ভাব উপলব্ধি করিয়া নিজেকে খুব বাহাদুর মনে করে। অনেকে বাহাদুরী করিয়া 'মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞো বচসা ন প্রকাশয়েৎ' ইত্যাদি প্রমাণ দিয়া নিজের শয়তানী বুদ্ধির পোষকতা করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করে। নিজে দশের মধ্যে এক হইয়া যেন তেন প্রকারেণ স্বায়ত্ব শাসনের যন্ত্রস্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা কার্য্যে মূলগায়েনী করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। মান্যগণ্য সাজিয়া চামচাদের কাছ হইতে বাহবা ও সেলাম কুড়াইয়া, নিজের ক্ষতি যাহাতে কিছুমাত্র না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া এমন ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করে যেন তিনি সত্য সত্যই কোন মহৎ ব্যক্তি। বর্তমানে স্থানীয় কর্তা ও মহৎ ব্যক্তি যাহারা জনগণকে ধোঁকা দিয়া নগর-কর্তা হইয়া বসিয়াছিলেন তাহাদের মুখোস খুলিয়া সত্যকারের চেহারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। নেতারা নিজেদের অতিবুদ্ধির ফলে ন্যাতা-জোবড়া হইয়া পড়িয়াছেন। এমন রত্ন সারা দেশে কেন এই শহরেও খুঁজিলে অনেক পাওয়া যাইবে। তবে ধরা খুবই কঠিন। তাহাদের চারিদিকে মোসায়েবের দল সকল সময়েই বাবু বাবু করিয়া এমন করিয়া বসিয়া থাকে যে মনে হয় ইহারাই সকল জনের ত্রাণকর্তা এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গীকৃত মহান ব্যক্তি। প্রায় প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েতে বা নগরে পুরসভায়, এমনকি বিধান সভায়, লোকসভায় স্বার্থত্যাগী পরার্থে বিনা বেতনের নোকর প্রভৃতি সম্মানিত মহাত্মাগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই এই শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা দরবারে যাইতে পারেন, বড় বড় সভাসমিতিতে এঁরাই বক্তৃতা করেন, ফলে দেশের সকল লোকের ত্রাণকর্ত্তারূপে বিরাজিত হইয়া দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া বসেন। এঁরা জনগণকে ধোঁকা দিয়া তাঁহাদের সমর্থনে কর্ত্তা হইয়া আপন মতলব চরিতার্থ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করেন। সকলেই ধীরে ধীরে সবই বোঝে, কিন্তু তাঁহাদের প্রতাপের ভয়ে প্রতিবাদের সাহস হারাইয়া ফেলে। কিন্তু যেদিন জনরোষের বিস্ফোরণ ঘটিবে সেদিন ইঁহাদের নিজেকে রক্ষা করিবার শক্তিও রাহবে না। কাক মনে করে সে গাছের আড়ালে আছে তাকে কেউ দেখিতে পাইতেছে না। বাংলায় একটি প্রবচন আছে—

দিন পাঁচ ছয় লুকোচুরী,
পরে শোনে শক্রপুরী।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে উঠে
কু-বাতাস
অপকর্মের গালে কালি আপনি
হয় প্রকাশ।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

আসল সংবাদ

গত ১৯-৮-৮৭ জঙ্গিপুর পৌরসভায় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেস পক্ষ আমাকে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে আমি আমার পার্টির নির্দেশমত আমার স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি আপনার পাত্রিকায় ছাপাইবার জন্য দিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার পত্রিকায় বিবৃতিটি ছাপাইবার আগেই 'জঙ্গিপুরের চিঠির' গত ইং ১৯-৮-৮৭ তারিখে বিশেষ টেলিগ্রামের দ্বিতীয় কলমে 'বিকেলে চিঠি পাঠিয়ে দিলীপ সাহা বললেন ও বিবৃতি মিথ্যে এবং জাল।' এই খবরটি সম্পর্কে আমার বক্তব্য নিম্নে দিলাম এবং ইহা ছাপাইবার জন্য আপনার নিকট অনুরোধ রাখিলাম।

'জঙ্গিপুরের চিঠি' পাক্ষিকে গত ইং ১৯শে আগষ্ট বুধবার ১৯৮৭ বিশেষ টেলিগ্রামে আমাকে কেন্দ্র করে পর পর দুটি কলমেই বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক খবর পরিবেশিত হইয়াছে। আমি আপনাকে পরিষ্কারভাবে বিভ্রান্তি কাটাইবার জন্য জানাইতে চাহিতেছি যে, প্রথম কলমে প্রকাশিত হেডলাইন 'সকালে বিবৃতি দিয়ে কংগ্রেসী সংস্রব ছেড়ে দিলীপ সাহা ফের বামমোর্চায় ভিড়লেন' এই সংবাদ প্রকৃত ও যথার্থ। আমাদের পার্টির গত ইং ১৮-৮-৮৭ বর্ধিত লোকাল পরিষদের সভায় আমার নির্দেশে আমাদের দলের সহ-সম্পাদক আপনার কাছে প্রেরিত বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করিয়া আমার স্বাক্ষর যুক্ত বিবৃতিটি আমার নির্দেশে আপনার পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য প্রেরণ করেন। আমি পুনরায় ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পার্টির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে বিবৃতি আপনি ছাপাইবেন তাহা সর্বাংশে সত্য ও সঠিক এবং তাহাই আমার শেষ কথা। আরও প্রকাশ থাকে যে, কংগ্রেসী কমিশনার শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়—হাইকোর্টে কেস চলিতেছে এই অজুহাতে আমার স্বাক্ষরযুক্ত কমিশনারের ফাঁকা প্যাড লইয়া যান। ঐ ফাঁকা প্যাডে কোন বিবৃতি আমি দিই নাই। জঙ্গিপুরের চিঠি পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় কলমে 'বিকেলে চিঠি পাঠিয়ে দিলীপ সাহা বললেন ও বিবৃতি মিথ্যা এবং জাল।' এই শিরোনামে পরিবেশিত সংবাদটি তথা বিবৃতিটি মিথ্যা এবং জাল। আপনার সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য আমি আরও পরিষ্কারভাবে জঙ্গিপুর পৌরবাসীকে জানাইতে চাই যে, আমার ফাঁকা প্যাডে আমার স্বাক্ষরযুক্ত কাগজ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং আমার পার্টিকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীরা এই হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। আমার নিকট হইতে হাইকোর্টের কাজে লাগিবে বলিয়া আমার কমিশনারের ফাঁকা প্যাডের কাগজে আমার স্বাক্ষরযুক্ত যে দুইখানি প্যাডের কাগজ কংগ্রেসী কমিশনার শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল লইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কোন বিবৃতি প্রকাশিত হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব আমার নহে। ঐ দুইখানি ফাঁকা প্যাডের কাগজের জন্য আমি আইন অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছি। আমি আশা করি সুস্থ সাংবাদিকতার ধর্ম অনুযায়ী আমার এই চিঠিখানি হুবহু প্রকাশ করিবেন।

নমস্কারান্তে
শ্রীদিলীপকুমার সাহা
৩নং ওয়ার্ড কমিশনার
জঙ্গিপুর পুরসভা

অবহেলিত ধনপতনগর

রঘুনাথগঞ্জ: জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ওয়ার্ড ভাগীরথীর অপর পারের ধনপতনগর। চাঁই প্রধান এই গ্রাম পুরসভায় অবহেলিত হয়ে আসছে সেই প্রাচীন আমল থেকে। আমাদের সংবাদপত্রে এই গ্রামের মানুষজনের অন্ততঃপক্ষে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার কথা বহুবার প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ এই গ্রামের বঞ্চিত মানুষগুলির দিকে কোন দৃষ্টি দেননি। এ বছরের অস্বাভাবিক বর্ষণে যেটুকু বা চলার পথ ছিল তা সম্পূর্ণ জলে ডুবে গেছে। এখন জলপথে যাতায়াত ছাড়া গতি নেই। বিগত বছরগুলিতে প্লাবনের সময় পুর কর্তৃপক্ষ দুটি করে বড় নৌকার ব্যবস্থা রাখতেন। কিন্তু এ বছরে সেই অপ্রতুল যাতায়াত ব্যবস্থাও করা হয়নি। মাত্র একখানি বড় নৌকা রাখা হয়েছে বলে সংবাদ। নৌকাটির যাতায়াতে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় লাগছে। ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশার সীমা নেই। এ গ্রামের স্বল্পবিত্ত মানুষেরা হাটে বাজারে তরিতরকারী বিক্রি করে সংসার চালায়। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের অবহেলায় তারা সঠিক সময়ে হাটে-বাজারে যেতে পারছে না। তাদের ভাগ্যে জুটছে অনাহার কিংবা অর্দ্ধাহার। সরকারী ত্রাণ ব্যবস্থাও নেই শহরের অংশ বলে চিহ্নিত থাকায়। ওদের একজন আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, শুধুমাত্র ভোটের সময়ই আমাদের সামনে বহু প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাবুরা আসেন। এই দুঃখের দিনে কারো টিকিও দেখা যাচ্ছে না।

পঞ্চায়েত আইন অবমাননা

জঙ্গিপুর: সম্মতিনগর সমবায় কৃষি-উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক সভা হল গত ২৩ আগষ্ট পঞ্চায়েত আইন অবমাননা করে। এ খবর দিয়ে কংগ্রেসী নেতা আবদুর রোফ (যিনি ঐ সমিতির সদস্য) জানালেন, পঞ্চায়েত আইনে একজন সভাপতি সভা পরিচালনা করবেন থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট ধাঁচে সভাপতি মণ্ডলী গঠন করা হল, যা বে-আইনী। ব্লকের কো-অপারেটিভ ইনসপেক্টরকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে, অথচ তাঁর উপস্থিতিতে যাঁদের নির্ব্বাচিত করা হল তাঁরা কেউ চাষী নন; কিন্তু চাষীদেরই থাকার কথা। পি, পি, এম প্রায় গায়ের জোরে সমিতি দখল করায় সভাপতি মণ্ডলীর তৃতীয় সদস্য আবদুস সাত্তার মোল্লা কাগজ পত্রে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন এ-কথাও আঃ রোফ জানান।

৯ কি মি নয় দিনে

সম্মতিনগর ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে নং ১১৮২ (৬০) নম্বর চিঠিতে রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের সিলমোহর ১১-৮-৮৭। সম্মতিনগর ডাকঘর থেকে ১৮-৮-৮৭ তারিখের সিলমোহর দিয়ে চিঠিটি একটি সরকারী অফিসে বিলি করা হয়। নয় দিনে নয় কিমি পথ অতিক্রম করেছে ঐ চিঠি। ডাক বিভাগের কীর্তিকলাপে সরকারী অফিসের কর্মীরা ক্ষুব্ধ।

গণ প্রহারে পাগলের মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ সম্প্রতি ঘোড়াইপাড়া গ্রামের নিমাই সাহার বাড়ীর ছাদে একজন অপরিচিত লোক উঠে চিৎকার চেঁচামেচি করে, ছাদের ইট ভাঙে। চোর সন্দেহ করে গ্রামের লোক তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় লোকটি পাগল। বাড়ী কালিয়াচক থানার এক গ্রামে। পুলিশ এই ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুরে চালান দিলে কোর্ট তাদের জামিন না মঞ্জুর করেন।

কংগ্রেসী অপরাধে প্রধান উপেক্ষিত

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক যুব করণের উদ্যোগে ওসমানপুরে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে কংগ্রেস (ই) অঞ্চল প্রধান জয়-কুমার জৈনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তাঁর প্রতি এ ধরনের ব্যবহার গ্রামের মানুষের দৃষ্টিকটু লেগেছে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সি পি এম এর দাপট চোখে পড়ে। যে সমস্ত মহিলা অংশগ্রহণ করেন তারাও সি পি এম দলভুক্ত বলে গ্রামের মানুষের অভিযোগ।

পবিত্র ঈদ উপলক্ষে মিলন উৎসব

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় ফ্রেণ্ডস এ্যাসোসিয়েশন গত ৭ ও ৮ আগষ্ট পবিত্র ঈদ উপলক্ষে এক মিলন উৎসবের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শিল্প প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কন, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আবৃত্তি, হস্তশিল্পের প্রতি-যোগিতায় যোগ দেন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সহ উভয় সম্প্রদায়ের বহু তরুণ তরুণী। কাঞ্চনতলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিবপদ ভট্টাচার্য্য ও সহকারী প্রধান শিক্ষক গোপাল নন্দী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ধুলিয়ান হাই মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক ফজলুর রহমান। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পৌরপিতা সত্যদেব গুপ্ত। দ্বিতীয় দিনে জাতীয় সংহতি দিবস পালিত হয়। সভাপতিত্ব করেন 'দামাল' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল গণি ও প্রধান অতিথি ছিলেন মহকুমা শাসক রিনচেন টেম্পো। শ্রীমতী টেম্পো ক্লাব সদস্যদের এই প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তদন্ত করছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত শুরু করেন। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, তদন্তের কথা জানতে পেরে বি, ডি, ও এবং ই, ও, পি নাকি তড়িঘড়ি লক্ষ্মীজোলা অঞ্চল অফিসে উপস্থিত হয়ে খাতাপত্র দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন সরকারী অর্থ যথাযথ খরচ হয়েছে ও যা ত্রুটি আছে তা পরবর্ত্তীতে সংশোধিত হবে। কংগ্রেস (ই) এর সদস্যরাও অঞ্চল প্রধানের ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হয়ে সকলেই পদত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়। প্রধান এখন চেয়ার ঠিক রাখতে সি, পি, এম সদস্য-দের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন। সি, পি, এম সদস্যরাও পাছে অঞ্চল বোর্ড ভেঙ্গে যায় তাই তাঁকে সমর্থন দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে-ছেন। আরোও প্রকাশ, জেলা শাসক অভি-যোগ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর ঠিক করে-ছেন তিনি স্বয়ং এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করবেন। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর তাঁর অফিসে নাকি সংশ্লিষ্ট সমস্ত প্রধানকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল ও বি, ডি, ও অফিসে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। প্রধানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে ছিল অঞ্চল অফিস ঠিক-মত না খোলা, চাবি নিয়ে না জানিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া ও সরকারী অর্থের তছনছ করা। শোনা যাচ্ছে, জেলা শাসক কয়েকজন প্রধানের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেবেন।

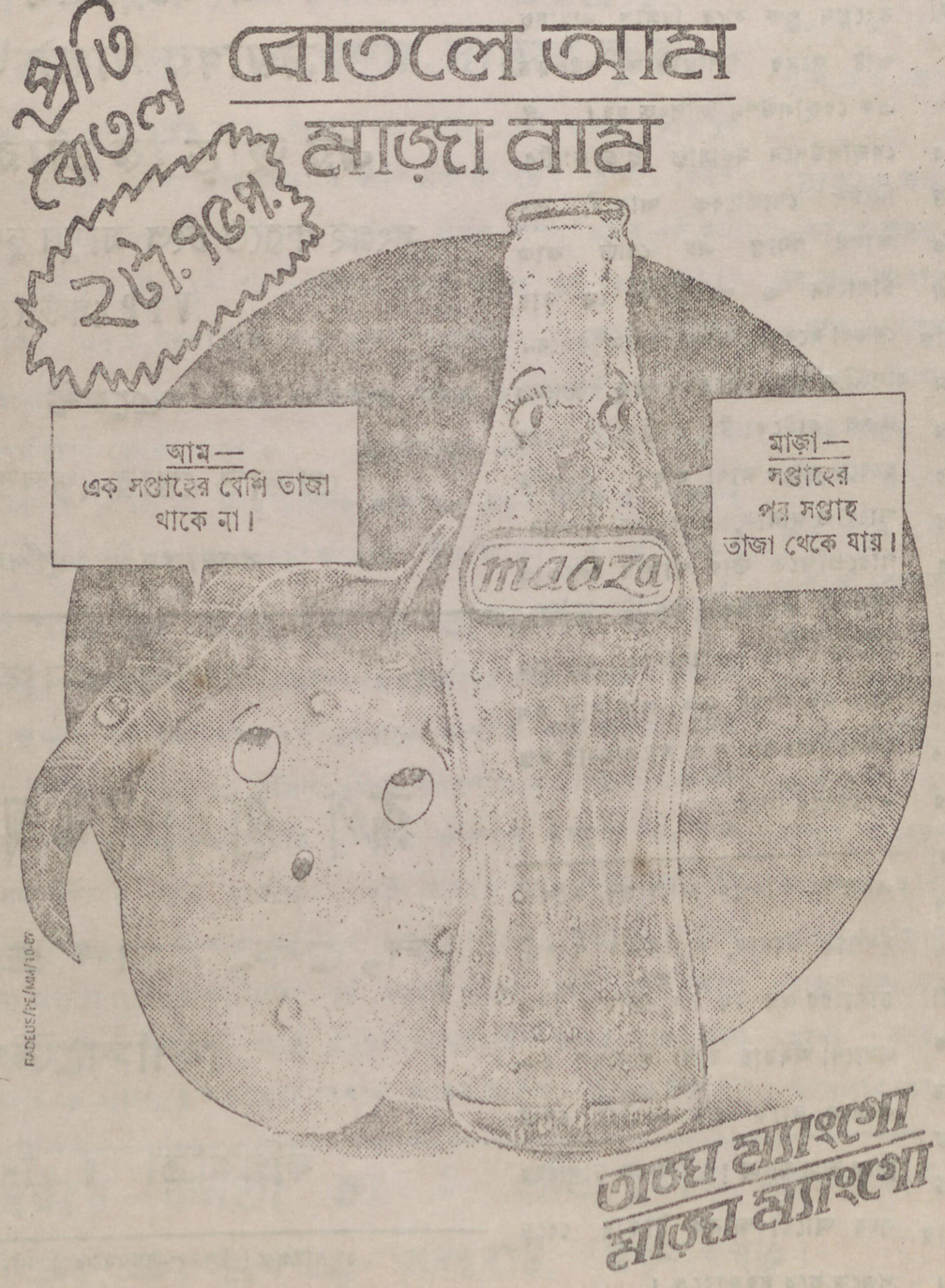

অবস্থা আরো ভয়াবহ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফেঁপে উঠে এই গ্রামগুলিতে বন্যার সৃষ্টি করে। গত ২২ এবং ২৩ আগষ্টের অবিরাম বর্ষণে পাহাড়ী নদী বাঁশলৈ এক সর্বনাশা রূপ ধরে। প্রলয়ংকর বন্যা বীরভূম জেলার সীমান্ত গ্রামগুলি ভাসিয়ে আছড়ে পড়ে সুতী ১নং ব্লকের বহুতালি অঞ্চলের আটটি গ্রামে। জলের তোড়ে হোসেনপুর, গোপালনগর, সিধোরী, নাদাই, কাদোয়া, বহুতালি, বৈষ্ণবডাঙ্গা এবং বড়তলা গ্রাম বিধ্বস্ত; আশি শতাংশ জমির ভাদই এবং রোপা ফসল সম্পূর্ণ বিনষ্ট। কয়েকশত মাটির বাড়ী গলে পড়েছে। কিছু মানুষের ভরসা সম্পন্ন গৃহস্থের গোয়াল ঘর, বেশকিছু মানুষ গ্রাম ছাড়া। পঞ্চায়েত ভবনের সদ্য মেরামত (এগার হাজার টাকা ব্যয়ে) করা ঘরের ভেতর থেকে বালতি বালতি জল তুলে ফেলছে চৌকিদার। বহুতালি অঞ্চলের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের জীর্ণ গৃহটি বন্যার জলে বেষ্টিত হয়ে বিপজ্জনক ভাবে ভেঙ্গে পড়ার অপেক্ষাতে। এই দুর্গত মানুষদের জন্য সামগ্রিক ভাবে আচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা নেই, নেই কোন খাবার। কাদোয়া বীট হাউসের মাধ্যমে বার বার সংবাদ পাঠানো হয় সুতী ১নং পঞ্চায়েত সমিতিতে। বন্যার চতুর্থ দিনেও কোন ত্রাণসামগ্রী এসে পৌছয়নি। এদের জন্য যেন কারো কিছু করার নেই। রেডিও সংবাদপত্রে টুঁ শব্দটি নেই এই পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চল সম্বন্ধে। নতুন পুরাতন সব বিধায়ক বেপাত্তা। জনসেবার মূর্ত্ত প্রতীক অঞ্চল প্রধান নীরব। প্রশাসক বিডিও-ও এই অঞ্চলে আসেননি। ঐ আটটি গ্রামের দুর্গত মানুষ যখন সামান্য সাহায্যের জন্য হাহাকার করছেন তখন অঞ্চল প্রধান তাঁর দোসরদের নিয়ে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের 'ষ্ট্রাটেজি' তৈরীতে ব্যস্ত। সংবাদে আরোও প্রকাশ, সাম্প্রতিক বন্যার জলে ডুবে দু'জন শিশুর এবং হারোয়া ফেরীঘাটে নৌকা ডুবিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে প্রতি নির্বাচনেই একবার করে প্রতিশ্রুতি ভেসে আসে লকগেট চালু করে বিলের জমা জল বের করে দেবার। জমা জল বের হলে বহু ডোবা জমি উদ্ধার পাবে। আবার সোনার ফসলে ভরে উঠবে জমির বুক। কিন্তু সে আশা মানুষের বুকেই থেকে গেছে। লক গেট নির্মাণে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হলেও ওটি সম্পূর্ণ হয়নি। মাঝে শোনা গিয়েছিল উক্ত খাতে যে বাজেট তৈরী হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্যই নাকি কাজ বন্ধ আছে।

দিলীপ সাহা বামজোটে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু ১৮ আগষ্ট সি পি আই এর এক বর্দ্ধিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় তিনি পার্টির সদস্য থাকবেন ও পার্টির নির্দেশমত চলবেন। তিনি আরও জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি কংগ্রেস সমর্থনে চেয়ারম্যান পদের দাবীদার থাকতে সম্মত নন ও সে দাবী পরিত্যাগ করছেন।

তাঁর বিবৃতি বলে দাবী করে সহযোগী পাক্ষিকে যা প্রকাশ হয়েছে তা অসত্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং পুরবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাতেই স্বার্থান্বেষী মহলের যোগসাজশে হয়েছে বলে শ্রীসাহা দাবী করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দিলীপ সাহা আমাদের পত্রিকা অফিসে একটি লিখিত চিঠি পাঠিয়েছেন। পুরজনের অবগতির জন্য চিঠিখানি হুবহু প্রকাশ করা হলো। দিলীপবাবুর এই চিঠি থেকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায়, পরমেশ পাণ্ডের পুরপতি পদে থাকা নিয়ে যে গোলমালের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ অযৌক্তিক ভাবে পুরসভার কাজকর্মে অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেই দাবী নিয়ে জল ঘোলা করছেন। সংবাদে আরোও প্রকাশ, বর্তমান পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে গত ২৫ আগষ্ট এক সভা ডাকেন। ঐ সভায় কংগ্রেস পক্ষ বাদে দিলীপ সাহাসহ আট জনের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত এক রেজুলিউশন লিপিবদ্ধ হয়। ঐ রেজুলিউশনে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক আগামী ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত এই বোর্ড কাজ চালাবেন ও পরবর্ত্তীতে যে রায় দেওয়া হবে তা সম্পূর্ণ মেনে চলবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রেজুলিউশনের নকল হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যায়। পুরপতি আরোও জানান, সুপারসিড হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর স্বাক্ষরে লোকাল ট্রেজারী কাজ করতে যে আপত্তি জানায় তার ফায়সালার ব্যাপারে আজ ২৬ আগষ্ট এক প্রতিনিধি দল জেলা সমাহর্ত্তার সঙ্গে আলোচনার জন্য বহরমপুরে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ জঙ্গিপুর ব্যারেজের জনৈক মুখপাত্র জানান, লকগেটের পরবর্ত্তী ঢালায়ের জন্য যে সব লোহার শিক জমানো অবস্থায় রাখা হয়েছিল সেগুলোও নাকি দুষ্কৃতকারীরা কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে! ফলে ঢালায়ের সময় আরো অনেক টাকার বেড়ে পড়তে হবে সরকারকে।

স্বাধীনতা দিবসের পবিত্র অঙ্গীকার

দেশের বিপন্ন নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য
সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাকামীদের আগুন থেকে
দেশকে বাঁচাবার জন্য
ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষার বিরুদ্ধে
নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে

এজেন্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত